গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
www.dme.gov.bd
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩, ৩৭/৩/এ,
ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ,
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০..০০০.০২০১১.১৮.৭১৪

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৬
১৩ নভেম্বর ২০১৯

বিষয়: **সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের এমপিও ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) এর স্মারক নং- বেশিনিক/শি.শি/বেশিপ্রশিনি/৮৫৪ (অংশ-১)/২০১৯/২৯৪ তারিখ: ১৮/০৪/২০১৯খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩০.১২.২০১৫ তারিখে জারিকৃত এক পরিপত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের দায়িত্ব এনটিআরসিএ-কে প্রদান করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এর শূন্য পদের চাহিদা অনলাইনে (e-Requisition) প্রদান করা হয়। চাহিদকৃত পদসমূহের জন্য প্রার্থী সুপারিশ কার্যক্রম ২০১৬ সালে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও মহামান্য হাইকোর্টে ৯৭৭৭/২০১৬ এবং ৯৭৯০/২০১৬ মামলার কারণে নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়নি। পরবর্তীতে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় মামলার রায়ের আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবলকাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা (৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। মামলার রায় মোতাবেক সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান এবং সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ৬(ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ [অনুচ্ছেদ ১১(১৭) মোতেবেক প্রশিক্ষণ] গ্রহণযোগ্য হওয়ায় কম্পিউটার বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণধারীরাও নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত হয়। মামলার রায় অনুযায়ী এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র ২০১৬ সনের প্রার্থীদের বেলায় প্রযোজ্য, এর পরেরদের বেলায় নয়।

২। এমতাবস্থায়, মামলায় রায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের এমপিও কার্যক্রম সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে কেবল ২০১৬ সনের সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বেলায় ৬ মাসের প্রশিক্ষণের পূর্বের নীতি অনুসরণ করার জন্য অর্থাৎ আদালতের রায় মতে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য। আদালতের রায় এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হলো। তাঁর অধীনস্থ অফিসসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: রায়ের কপিসহ -০৯ ফর্দ।

১৩-১১-২০১৯
জান্নাতুন নাহার
সহকারী পরিচালক

উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল।

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০..০০০.০২০১১.১৮.৭১৪/১(৫)

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৬
১৩ নভেম্বর ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২) জেলা শিক্ষা অফিসার , সকল জেলা।

৩) থানা/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার , সকল থানা/উপজেলা।

৪) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সকল জেলা।

৫) অফিস কপি।

১৩-১১-২০১৯
জান্নাতুন নাহার
সহকারী পরিচালক

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফ্যাক্স: ০২-৪১০৩০০৪৯, ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-মেইল: office@ntrca.gov.bd

স্মারক নং: বেশিনিক/শি.শি/বেশিপ্রশিনি/৮৫৪ (অংশ-১)/২০১৯/ ২৭৪ তারিখ: ২৮ এপ্রিল, ২০১৯।

বিষয়: সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের এমপিও ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩০.১২.২০১৫ তারিখে জারিকৃত এক পরিপত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের দায়িত্ব এনটিআরসিএ-কে প্রদান করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এর শূন্য পদের চাহিদা অনলাইনে (e-Requisition) প্রদান করা হয়। চাহিদাকৃত পদসমূহের জন্য প্রার্থী সুপারিশ কার্যক্রম ২০১৬ সালে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও মহামান্য হাইকোর্টে ৯৭৭৭/২০১৬ এবং ৯৭৯০/২০১৬ মামলার কারণে নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়নি। পরবর্তীতে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় মামলার রায়ের আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবলকাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা (৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। মামলার রায় মোতাবেক সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/ সমমান এবং সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ [অনুচ্ছেদ ১১(১৭) মোতাবেক প্রশিক্ষণ] গ্রহণযোগ্য হওয়ায় কম্পিউটার বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণধারীরাও নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত হয়। মামলার রায় অনুযায়ী এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র ২০১৬ সনের প্রার্থীদের বেলায় প্রযোজ্য, এর পরেরদের বেলায় নয়।

২। এমতাবস্থায়, মামলার রায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের এমপিও কার্যক্রম সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে কেবল ২০১৬ সনের সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বেলায় ৬ মাসের প্রশিক্ষণের পূর্বের নীতি অনুসরণ করার জন্য অর্থাৎ আদালতের রায় মতে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য। আদালতের রায় এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হলো। তাঁর অধীনস্থ অফিসসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: রায়ের কপি-০৫ ফর্দ।

২৮.০৪.২০১৯
মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (যুগ্মসচিব)
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৪১০৩০০৪২

১. মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২. সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

G:\NTRCA\MILAN\Niyog-2018\Letter.docx

এনটিআরসিএ কর্তৃক সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার পদে সুপারিশের জন্য নির্বাচিত প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের জ্ঞাতব্য (শুধুমাত্র ২০১৬ সালে আবেদনকারী প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩০.১২.২০১৫ তারিখে জারিকৃত এক পরিপত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব এনটিআরসিএ-কে প্রদান সাপেক্ষে ২০১৬ সালে এনটিআরসিএ হতে সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে চাহিদা (e-Requisition) গ্রহণ করে এবং চাহিদাকৃত পদসমূহের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ২০১৬ সালে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও মাননীয় হাইকোর্টে ৯৭৭৭/২০১৬ এবং ৯৭৯০/২০১৬ মামলার কারণে নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। মামলাটি নিস্পত্তি হয়ে যাওয়ায় মামলার রায়ের আলোকে (রায়ের কপি দেখতে এখানে ক্লিক করুন) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবলকাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা (৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার পদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার পদের জন্য আবেদনকারী ছিল ৬২,০৪৮ জন এবং পদ খালি ছিল ১,০৯৫টি। এই আবেদনকারীদের মধ্য হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহিলা কোটা পূরণ সাপেক্ষে মেধাতালিকা অনুসরণ করে সর্বোচ্চ মেধাধারীকে নিয়োগ প্রদানের জন্য ১০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১,০৪৮ জন প্রার্থীকে সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার পদে সুপারিশ করা হয়েছে । তাদের তালিকা এই লিংকে ক্লিক করে দেখুন।

উক্ত তালিকায় সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের নিম্নবর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বৈধ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদেরকে নিয়োগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ মাদরাসা	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)	১. কম্পিউটার বিজ্ঞান/ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক/সমমান। অথবা; ২. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রি। অথবা; ৩. স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান এবং সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান (নেকটার,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়) হতে কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ। (সমগ্র শিক্ষাজীবনে যেকোন ১ টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী/সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে)

চেয়ারম্যান
এনটিআরসিএ, ঢাকা।

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
APPELLATE DIVISION

Present:

Mr. Justice Muhammad Imman Ali,

Mr. Justice Hasan Foez Siddique,

Mr. Justice Mirza Hussain Haider,

Ms. Justice Zinat Ara,

Mr. Justice Abu Bakar Siddiquee,

Mr. Justice Md. Nuruzzaman.

CIVIL PETITION FOR LEAVE TO APPEAL NOS. 169-170 OF 2018

(From the judgment and order dated 27.07.2017 passed by the High Court Division in Writ Petition Nos.9790 and 9777 of 2016).

The Government of the People's Republic of Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Education, Secretariat Building, Ramna, Dhaka and others	...............Petitioners. (In both the cases)
-Versus-	
Kazi Md. Saif Uddin and others	.... Respondents. (In C.P. No. 169/18)
Tapash Chandra Halder and others	.... Respondents. (In C.P. No. 170/18)

For the Petitioners: (In both the cases)	Mr. Mahbubey Alam, Attorney General, instructed by Mr. Haridas Paul, Advocate-on-Record.
For Respondent No.1: (In C.P. No. 169/18)	Mr. A.M. Aminuddin, Senior Advocate, instructed by Mr. Md. Zahirul Islam, Advocate-on-Record.
For Respondent Nos.2-18 : (In C.P. No. 169/18)	Not represented.
For Respondent Nos. 5&27: (In C.P. No. 170/18)	Mr. A.M. Aminuddin, Senior Advocate, instructed by Mr. Md. Zahirul Islam, Advocate-on-Record.
For Respondent Nos.1-4 & 6-26: (In C.P. No. 170/18)	Not represented.
Date of hearing:	The 25th November, 2018.

ORDER

The leave petitions are out of time by 168 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory.

Accordingly, the civil petitions for leave to appeals are dismissed as barred by limitation.

Sd/- M. Imman Ali,
Sd/- Hasan Foez Siddique
Sd/- M. H. Haider,
Sd/- Zinat Ara,
Sd/- A.B. Siddiquee,
Sd/- Md. [redacted]uzzaman,

Sd/- 06.12.18

The 25th November, 2018.
Monir (C.A)

পাঁচ টাকা

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

30.10.17 31.10.17 31.10.17

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh

AND

IN THE MATER OF:

Writ Petition No. 9790 of 2016

With

Writ Petition No. 9777 of 2016

Kazi Md. Saif Uddin and others

... Petitioners
(in Writ Petition No. 9790 of 2016)

-vs-

Bangladesh and others

...Respondents

Tapash Chandra Halder and others

....Petitioners
(in Writ Petition No. 9777 of 2016)

-vs-

Bangladesh and others

... Respondents

Mr. Mohammad Siddique Ullah Miah, Advocate

... Petitioner
(in Writ Petition No. 9790 of 2016)

Mr. Eunus Ali Akond, Advocate
(in Writ Petition No. 9777 of 2016)

AND

Mr. Kazi Maynul Hassan, Advocate

...for respondent No.5 and 3
(in Writ Petition Nos. 9790 of 2016 and 9777 of 2016)

01

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

Heard on: 23.02.2017, 29.02.2017 and 19.07.2017
Judgment on: 27.07.2017

Present:

Ms. Justice Naima Haider
&
Mr. Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman

Naima Haider J:

As identical questions of fact and law are involved in these writ petitions, these were taken up together for hearing and being disposed of by this single judgment.

In both the writ petition, the petitioners sought for a direction to allow them, having passed the NTRCA Teachers Registration Examination to apply for the post of teachers. Rule was issued in both the writ petitions, as prayed for.

The two writ petitions have been filed in the same factual context. We therefore consider it prudent to set out the facts, relevant to both the petitions, together. The relevant facts, in brief, are as follows: the petitioners are peace loving citizens of Bangladesh and have completed degrees from different universities. The respondents invited application for different posts in 12th Teachers Registration Examination-2015. The eligible criteria were set out therein. The

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

petitioners being eligible applied for different posts. The petitioners were issued admit cards and they took part in the written test and were successful. The petitioners had also been called for viva voce and all the petitioners were successful. Certificates of Eligibility were issued. Suddenly, the eligible criteria were changed and as a result, the petitioners' applications were not accepted. Though Demand of Justice Notice was served, no heed was paid thereto. As a result, the petitioners moved this Division and obtained Rule.

The respondent Nos.3 and 5 respectively contested the Rules by filing two separate Affidavits in Opposition. The respondents contend that the amendment was brought to ensure that requisite qualification meet the educational standard. Further, it was contended that the amendment was a policy decision of the Government which is not amenable to writ jurisdiction. It was also argued that the petitioners were not guaranteed a position and therefore, the amendment did not affect the petitioners, as alleged or at all.

We have gone through the writ petitions, the Affidavits in Opposition and heard the submissions advanced by the learned Counsels for the petitioners and the respondents.

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

We do not disagree with the proposition that the Government is at liberty to change the eligibility criteria. Infact, that is desirable. We are only concerned with the timing of such change. We are not convinced that the respondents are at liberty to change the eligibility criteria any time. The respondents invited applications and the petitioners applied, relying on the eligibility criteria set out in the application. They passed the test, both written and oral. In this circumstance, we do not think it was proper for the respondents to change the eligibility criteria at this point. A change in the eligibility criteria at this stage disqualifies the petitioners, who were otherwise qualified in accordance with the respondents standard, and being qualified, passed the examinations. We take the view that the respondents acted arbitrarily in changing the eligibility criteria at this stage.

The learned Counsel for the respondents submits that the decision to change eligibility criteria is a policy decision and we cannot interfere. We differ. This Division in exercise of the powers under Article 102 of the Constitution can interfere with policy decisions in appropriate circumstances. We cannot allow a policy decision to be based on wrong legal premises or violate the

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

fundamental rights guaranteed under the Constitution. However, in interfering with policy decisions, we should be cautious.

In the instant writ petitions, we are not questioning the propriety of the policy decision. We are expressing our reservation on the manner of implementation of the policy. There may be situations where the policy decision is acceptable but the manner of implementation is unacceptable. The Government may decide to set up hospital in a specific place. This is a policy decision. We should be slow to interfere. However, if it transpires that in setting up the hospital, the executives have acquired land without payment of compensation, this Division must interfere. That is because the manner of implementation is illegal and unacceptable. The issues raised in the instant writ petitions are same. The manner of implementation, it seems to us is manifestly arbitrary.

We are also unable to accept the proposition that since the petitioners were not guaranteed a position the amendment did not affect the petitioners, as alleged or at all. The petitioners had a chance and that was detrimentally affected by the amendment. This, in our view, suffices.

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

In view of the above, we are inclined to make the Rules absolute. Accordingly, we direct the respondents to allow the petitioners to apply for the respective posts unless otherwise disqualified and deal with their applications in accordance with law.

There shall, however, be no order as to costs.

Communicate the Judgment and order at once.

Naima Haider

Abu Taher Md. Saifur Rahman, J:

I agree.

S. Rahman

Type by: Rafeza. 31.10.17.
Read by:
Exam. by:
Readied by:

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি
31.10.17

সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৯১ ইং সনের ১নং আইনের)
৭৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত

31.10.17
মোঃ আব্দুর রশিদ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

31.10.17
মোঃ এনামুল হক মজুমদার
সুপারিনটেনডেন্ট